



Innovating Public Policy through Knowledge-Led Reforms

29th PPMC's Pilot Project Compendium



Bangladesh Public Administration Training Centre
Managing Knowledge for Improved Performance

পরিবর্তন-উদ্ভাবন-সংস্কার কর্মপরিকল্পনা

Change-Innovation-Reform Action Plans (CIRAPs)

পাইলট উদ্যোগ ০১:

বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি প্রবাসীদের জন্য ওয়ান-স্টপ ডায়াসপোরা সাপোর্ট সেন্টার (OSDSC) প্রবর্তন ০১

পাইলট উদ্যোগ ০২:

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য সেবা কর্মীদের 'অনলাইন অডিট অনাপত্তি ট্র্যাকিং ও ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' প্রবর্তনের লক্ষ্য সিস্টেম নকশা প্রণয়ন ০৩

পাইলট উদ্যোগ ০৩:

বাংলাদেশে শ্রম পরিদর্শকদের GPS ভিত্তিক এবং AI Supported রিয়েল-টাইম মনিটরিং ব্যবস্থা প্রবর্তন ০৫

পাইলট উদ্যোগ ০৪:

কো-ফাইন্যান্সিং, Blended Concessional Finance ও কার্বন ট্রেডিং কাঠামো ব্যবহার করে বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণচাপ হ্রাস ও টেকসই উন্নয়ন অর্থায়ন সক্ষমতা বৃদ্ধি ০৭

পাইলট উদ্যোগ ০৫:

আন্তর্জাতিক সনদসহ দক্ষতা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রবর্তন ০৯

পাইলট উদ্যোগ ০৬:

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিসমূহের প্রভাব মূল্যায়নে (Impact Assessment) একটি মানসম্মত ডিজিটাল কাঠামো প্রবর্তন ১১

পাইলট উদ্যোগ ০৭:

উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যয় নির্ধারণে Official Cost Estimate (OCE) প্রবর্তনের মাধ্যমে ব্যয় ও সময় শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণ ১৩

পাইলট উদ্যোগ ০৮:

BSEC-এর বিপণন ব্যবস্থার কাঠামোগত সংস্কার ও লোকসানি কারখানার বাজার পুনরুদ্ধার ১৫

পাইলট উদ্যোগ ০৯:

জাতীয় আরকাইভসে আধুনিক কনজারভেশন ল্যাবরেটরি স্থাপন ও কার্যকরীকরণ ১৭

পাইলট উদ্যোগ ১০:

বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন প্রকল্প মনিটরিংয়ের জন্য Standardised KPI Framework ডিজাইন ও প্রবর্তন ১৯

পাইলট উদ্যোগ ১১:

টেলিযোগাযোগ খাতের নেটওয়ার্ক টপোলজি ও লাইসেন্সিং কাঠামো আধুনিকায়নের স্বল্পমেয়াদি নীতিগত বাস্তবায়ন ২১

পাইলট উদ্যোগ ১২:

দুর্নীতি দমন আইনের সংশোধনী(বেসরকারিখাত অন্তর্ভুক্তকরণসহ) এবং জাতীয় দুর্নীতিরোধী কৌশলের খসড়া প্রণয়ন ২৩

পাইলট উদ্যোগ ১৩:

অকুপেন্সি সার্টিফিকেট (ভবন ব্যবহার সনদ) প্রদান প্রক্রিয়া সহজীকরণ ও নির্মাণ ক্রটির দায় নির্ধারণ ২৫

বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি প্রবাসীদের জন্য ওয়ান-স্টপ ডায়াসপোরা সাপোর্ট সেন্টার (OSDSC) প্রবর্তন

মো: গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
অতিরিক্ত সচিব, ওয়েজ আর্নাস কল্যাণ বোর্ড

০১ প্রেক্ষাপট ও নীতি-সামঞ্জস্যতা

বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি প্রবাসী নাগরিক বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিট্যান্সের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। তবে প্রশাসনিক, কনসুলার, আইনগত ও জরুরি সহায়তা গ্রহণে তারা খণ্ডিত ও অনিয়ন্ত্রিত সেবাব্যবস্থার মুখোমুখি হন। প্রবাসী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০১৮-এর ধারা ৮ অনুযায়ী প্রবাসীদের কল্যাণ নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এই প্রেক্ষাপটে একটি সমন্বিত, ট্র্যাকযোগ্য ও প্রাতিষ্ঠানিক সাপোর্ট মডেল চালু করা নীতিগতভাবে সময়োপযোগী।

০২ সমস্যা নিরূপণ ও মূল কারণ বিশ্লেষণ

বর্তমানে প্রবাসী সেবায় ব্যক্তিনির্ভর যোগাযোগ, আলাদা আলাদা দপ্তরের বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ, ডিজিটাল ট্র্যাকিংয়ের অভাব এবং ফলো-আপহীনতা বিদ্যমান। এর ফলে কোন অভিযোগ কোথায়, কী অবস্থায় আছে—তা দৃশ্যমান নয়। এই কাঠামোগত দুর্বলতার সুযোগে দালাল ও অন্যানুষ্ঠানিক মধ্যস্থত্বভোগী সক্রিয় হয়ে ওঠে, যা প্রবাসীদের ঝুঁকি ও ভোগান্তি বাড়ায়।

০৩ প্রস্তাবিত পরিবর্তন ও সংস্কারের সারকথা

এই CIRAP-এর মূল প্রস্তাব হলো ওয়ান-স্টপ ডায়াসপোরা সাপোর্ট সেন্টার (OSDSC) প্রতিষ্ঠা, যেখানে প্রবাসীদের সকল অভিযোগ ও সেবা অনুরোধ একটি কেন্দ্রীয় কেস-ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে নিবন্ধিত হবে। প্রতিটি কেসের জন্য নির্দিষ্ট কেস অফিসার থাকবে এবং প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণভাবে ডিজিটাল ট্র্যাকিংয়ের আওতায় আসবে।

০৪ আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা ও প্রমাণভিত্তিক যুক্তি

ফিলিপাইন, ভারত ও নেপালের মতো দেশগুলোতে কেন্দ্রীয় কেস-ম্যানেজমেন্ট ও ওয়ান-স্টপ সেবা চালুর ফলে প্রবাসী অভিযোগ নিষ্পত্তির সময় উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে এবং সেবার ওপর আস্থা বেড়েছে। এই আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, প্রাতিষ্ঠানিক কেস-ওনারশিপভিত্তিক মডেল প্রবাসী সেবায় কার্যকর সংস্কার আনতে সক্ষম।

০৫ থিওরি অব চেঞ্জ (ToC)

যদি প্রবাসীদের অভিযোগ ও সেবা অনুরোধ একটি কেন্দ্রীয় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নিবন্ধিত হয়, নির্দিষ্ট কেস অফিসারের মাধ্যমে ফলো-আপ নিশ্চিত করা যায় এবং মিশন ও দেশীয় সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় জোরদার করা হয়, তবে সেবার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাড়ে। এর ফলে দালালনির্ভরতা কমে, সময় ও ব্যয় সাশ্রয় হবে এবং প্রবাসীদের আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।

০৬ স্টেকহোল্ডার বিশ্লেষণ ও সমন্বয় কৌশল

এই উদ্যোগের প্রধান স্টেকহোল্ডার হলো প্রবাসী নাগরিক, প্রবাসী কল্যাণ বোর্ড, বাংলাদেশ মিশন, জেলা প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য নিয়মিত সমন্বয় সভা, স্পষ্ট দায়িত্ব বন্টন এবং এক্সেলেশন মেকানিজম প্রবর্তন অপরিহার্য।

০৭ বাস্তবায়ন কৌশল ও সময়ভিত্তিক রোডম্যাপ

প্রথম ধাপে সীমিত জেলা ও সেবা নিয়ে তিন মাসের পাইলট চালু করা হবে। এই সময়ে কেস অফিসার নিয়োগ, কেন্দ্রীয় CRM চালু এবং SOP প্রস্তুত করা হবে। পাইলট মূল্যায়নের ভিত্তিতে ধাপে ধাপে জাতীয় পর্যায়ে স্কেল-আপ করা হবে।

০৮ পাইলটিং ডিজাইন ও শেখার ব্যবস্থা

পাইলট পর্যায়ে কেস নিবন্ধন, যাচাই, ফলো-আপ ও নিষ্পত্তির সম্পূর্ণ চক্র পরীক্ষিত হবে। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত শেখাগুলো পরবর্তী বিস্তারে অন্তর্ভুক্ত করা হবে, যাতে ঝুঁকি ও অপচয় কমে।

০৯ রিসোর্স মবিলাইজেশন ও মানবসম্পদ পরিকল্পনা

এই উদ্যোগে বিদ্যমান সরকারি তহবিল ও প্রবাসী কল্যাণ বোর্ডের সম্পদ ব্যবহার করা হবে। সীমিত জনবল দিয়ে শুরু করে কেস লোড অনুযায়ী ধীরে ধীরে জনবল বাড়ানো হবে, যা আর্থিকভাবে বাস্তবসম্মত।

১০ কেপিআই, টেকসইকরণ ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

মূল কেপিআই হবে সময়মতো কেস নিষ্পত্তির হার, প্রবাসী সন্তুষ্টি, ফলো-আপের সম্পূর্ণতা এবং ডিজিটাল সিস্টেমের কার্যকারিতা। SOP, নিয়মিত রিপোর্টিং ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোগটি ব্যক্তিনির্ভর না হয়ে প্রাতিষ্ঠানিক ও টেকসই রূপ পাবে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য সেবা কর্মীদের 'অনলাইন অডিট অনাপত্তি ট্র্যাকিং ও ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' প্রবর্তনের লক্ষ্যে প্রয়োজন নিরূপণ, প্রক্রিয়া পুনর্বিন্যাস এবং সিস্টেম নকশা প্রণয়ন

মো: হুজুর আলী

অতিরিক্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

০১ ভূমিকা ও প্রেক্ষাপট

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে কর্মরত বিপুল সংখ্যক চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য সেবা কর্মীদেরকে বর্তমানে অবসরে যাওয়ার ক্ষেত্রে অডিট অনাপত্তিপত্র সংগ্রহ করতে গিয়ে দীর্ঘসূত্রিতার সম্মুখীন হন। প্রচলিত এই ব্যবস্থায় আবেদন জমা দেওয়া, ফাইল চলাচল, অনুমোদন ও চূড়ান্ত ছাড়পত্র প্রদানে দীর্ঘ সময় লাগে এবং এতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি তৈরি এবং অর্থ ও শ্রমের অপচয় ঘটে। স্মার্ট বাংলাদেশ ও স্মার্ট প্রশাসন বাস্তবায়নের প্রেক্ষাপটে এই প্রক্রিয়াকে প্রযুক্তিনির্ভর ও স্বচ্ছ করার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠেছে।

০২ সমস্যা প্রকৃতি ও মূল কারণ বিশ্লেষণ

অডিট আপত্তির তথ্য এ জায়গায় থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, একজন কর্মীর কর্মজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে অডিট আপত্তিগুলো বিভিন্ন দপ্তরে ছড়িয়ে থাকে। কেন্দ্রীয় কোনো সফটওয়্যার না থাকায় ফাইল এক টেবিল থেকে অন্য টেবিলে স্থানান্তরের সময় তথ্যের ঘাটতি তৈরি হয়। একই সঙ্গে নথি সংরক্ষণ ও যাচাইয়ের ক্ষেত্রে মানবিক ভুল ও অনিয়মের ঝুঁকি থেকে যায়। একটি সমন্বিত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ও মানসম্মত প্রক্রিয়া নির্দেশিকা না থাকার কারণে এই সমস্যার তৈরী হয়। এছাড়া তথ্যের স্বচ্ছতা না থাকায় সেবাগ্রহীতাদের মাঝে দালাল চক্রের প্রভাব ও আর্থিক হয়রানির সুযোগ তৈরি হয়।

০৩ আন্তর্জাতিক তুলনা ও প্রাসঙ্গিক উদাহরণ

উন্নত দেশগুলোতে (যেমন-যুক্তরাজ্য,কানাডা,অস্ট্রেলিয়া) সরকারি বা বড় স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব এইচআর (HR) ও ফিন্যান্স পোর্টাল থাকে। ডাক্তাররা অবসরের আবেদন করলে সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে অডিট এবং বকেয়া যাচাই করে অনলাইনে ক্লিয়ারেন্স ফাইল তৈরি করে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে কর্মরত ডাক্তারদের জন্য HRIS (Human Resource Information System) পোর্টালের মাধ্যমে এনওসি (NOC) সংক্রান্ত আবেদন বা তথ্য যাচাইয়ের ব্যবস্থা রয়েছে।

০৪ থিওরি অফ চেইঞ্জসহ পরিবর্তন/উদ্ভাবন/সংস্কার প্রস্তাবনার বিবরণ

এই কর্মপরিকল্পনা -এর মূল দর্শন হলো বাস্তবায়নের আগে একটি সুসংগঠিত ভিত্তি তৈরি করা। থিওরি অফ চেইঞ্জ অনুযায়ী, যদি ব্যবহারকারীর চাহিদা, প্রক্রিয়ার দুর্বলতা ও কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়, তবে একটি কার্যকর, স্বচ্ছ ও সময়সাপ্রয়ী অনলাইন অডিট অনাপত্তি ব্যবস্থা নকশা করা সম্ভব হবে, যা ভবিষ্যৎ বাস্তবায়নে সম্পদ সাশ্রয় নিশ্চিত করবে।

০৫ স্টেকহোল্ডার বিশ্লেষণ, সম্ভাব্য ঝুঁকি ও মোকাবিলা কৌশল

এই উদ্যোগের প্রধান স্টেকহোল্ডার হলো চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যসেবা কর্মী, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রশাসনিক শাখা, স্বাস্থ্য অডিট অধিদপ্তর, মন্ত্রণালয়ের

সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ এবং মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের আইসিটি ইউনিট। সম্ভাব্য ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে তথ্য সংগ্রহে সীমাবদ্ধতা ও প্রক্রিয়াগত পরিবর্তনে অনীহা। এসব ঝুঁকি মোকাবিলায় অংশগ্রহণমূলক আলোচনা, সাক্ষাৎকার এবং যৌথ পর্যালোচনার কৌশল গ্রহণ করা হবে।

০৬ বাস্তবায়ন কৌশল, ধাপ ও সময়ভিত্তিক রোডম্যাপ

প্রথম মাসে প্রয়োজন নিরূপণ এবং বিদ্যমান অডিট অনাপত্তি প্রক্রিয়ার বিস্তারিত ম্যাপিং সম্পন্ন করা হবে। দ্বিতীয় মাসে বিশ্লেষণের আলোকে প্রক্রিয়া পুনর্বিন্যাস ও সরলীকরণ প্রস্তাব তৈরি করা হবে। তৃতীয় মাসে পুনর্বিন্যাসকৃত প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে অনলাইন ট্র্যাকিং ও ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের কনসেপচুয়াল ও ফাংশনাল নকশা প্রণয়ন করা হবে।

০৭ পাইলটিং ডিজাইন

এই সংস্কার কর্মপরিকল্পনা এ পূর্ণাঙ্গ পাইলট বাস্তবায়ন অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে নকশা প্রণয়নের সময় সীমিত পরিসরে ব্যবহারকারীর মতামত সংগ্রহ করে নকশার ব্যবহারযোগ্যতা যাচাই করা হবে।

০৮ রিসোর্স মোবাইলাইজেশন পরিকল্পনা

এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিদ্যমান মানবসম্পদ, দাপ্তরিক তথ্য ও সীমিত আইসিটি সহায়তা ব্যবহার করা হবে। অতিরিক্ত বাজেট বা অবকাঠামো প্রয়োজন হবে না।

০৯ কেপিআই (মূল কর্মক্ষমতা সূচক)

এই সংস্কার কর্মপরিকল্পনা -এর সফলতা মূল্যায়নের জন্য বাস্তবায়নযোগ্য ও আউটপুটভিত্তিক কেপিআই নির্ধারণ করা হবে। নির্ধারিত তিন মাসের মধ্যে প্রয়োজন নিরূপণ প্রতিবেদন প্রস্তুত ও অনুমোদিত হওয়া, বিদ্যমান অডিট অনাপত্তি প্রদানের প্রক্রিয়ার পূর্ণাঙ্গ ম্যাপিং ডকুমেন্ট সম্পন্ন হওয়া এবং প্রক্রিয়া পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত একটি যৌক্তিক ও বাস্তবসম্মত প্রস্তাব তৈরি হওয়াই হবে প্রধান সূচক। একই সঙ্গে একটি ব্যবহারযোগ্য, ভবিষ্যৎ বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুত কনসেপচুয়াল ও ফাংশনাল সিস্টেম নকশা প্রণয়ন কেপিআই হিসেবে বিবেচিত হবে। এছাড়া স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণের মাত্রা, প্রস্তাবিত নকশার গ্রহণযোগ্যতা এবং নথিগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবহারের সম্ভাবনাও গুণগত সূচক হিসেবে মূল্যায়ন করা হবে।

১০ টেকসইকরণ কৌশল

এই সংস্কার কর্মপরিকল্পনা-এর মাধ্যমে প্রণীত প্রয়োজন নিরূপণ প্রতিবেদন, প্রক্রিয়া ম্যাপিং, পুনর্বিন্যাস প্রস্তাব এবং সিস্টেম নকশাকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানভাণ্ডারের অংশ হিসেবে সংরক্ষণ করা হবে। সংশ্লিষ্ট শাখা ও আইসিটি ইউনিটের সঙ্গে নথিগুলো ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে মালিকানাভোধ সৃষ্টি করা হবে, যাতে ব্যক্তি পরিবর্তন বা বদলির কারণে উদ্যোগটি স্থবির না হয়ে যায়। ভবিষ্যতে বাস্তবায়ন পর্যায়ে যাওয়ার সময় এই নথিগুলো রেফারেন্স ডকুমেন্ট হিসেবে ব্যবহারযোগ্য থাকবে, ফলে সময় ও সম্পদ উভয়ের সাশ্রয় হবে এবং উদ্যোগটির ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে।

১১ উপসংহার

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের অডিট অনাপত্তি প্রক্রিয়া তাৎক্ষণিক সফটওয়্যার উন্নয়নের পরিবর্তে একটি সুসংগঠিত প্রস্তুতিমূলক ধাপের মাধ্যমে ডিজিটাল করা অধিক বাস্তবসম্মত। এতে প্রয়োজন নিরূপণ, বিদ্যমান প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ ও পুনর্বিন্যাস সম্পন্ন হয়ে ভবিষ্যৎ অনলাইন সিস্টেম বাস্তবায়নের জন্য একটি দৃঢ় ভিত্তি তৈরি হবে, যা স্বাস্থ্য প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করবে।



বাংলাদেশে শ্রম পরিদর্শকদের GPS ভিত্তিক এবং AI Supported রিয়েল-টাইম মনিটরিং ব্যবস্থা প্রবর্তন

মো: হুমায়ুন কবীর

অতিরিক্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

০১ প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে শ্রমিক অধিকার সুরক্ষা ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। শ্রম পরিদর্শনের ক্ষেত্রে web-based App চালু করা হলেও শ্রম পরিদর্শকদের কাজের রিয়েল-টাইম মনিটরিং-এর কোনো ব্যবস্থা না থাকায় মাঠপর্যায়ে পরিদর্শনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা ও ডেটা নির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হচ্ছে না। ILO supervisory mechanism নিয়মিতভাবে বাংলাদেশে শ্রম পরিদর্শনের কার্যকারিতা নিয়ে সুপারিশ প্রদান করে আসছে। GPS ভিত্তিক এবং AI Supported রিয়েল-টাইম মনিটরিং ব্যবস্থা চালু হলে পরিদর্শকদের অবস্থান, কার্যক্রম ও ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে ট্র্যাক করা যাবে যার মাধ্যমে শ্রম পরিদর্শন কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং কার্যকারিতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। AI ব্যবহার করে সেক্টরভিত্তিক দুর্টনার রিস্ক স্কোরিং করা সম্ভব হবে যার ভিত্তিতে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে পরিদর্শন পরিকল্পনা গ্রহণ সম্ভব হবে।

০২ সমস্যার প্রকৃতি ও মূল কারণ বিশ্লেষণ

বর্তমান ব্যবস্থায় শ্রম পরিদর্শকদের মাঠপর্যায়ে প্রকৃত উপস্থিতি যাচাইয়ের কোনো সুযোগ নেই। শ্রম পরিদর্শকগণ প্রায়শ: বিলম্বে ও কাগজভিত্তিক প্রতিবেদন জমা দেন। যথাযথা নজরদারী সম্ভব না হওয়ায় অনিয়ম এবং দুর্নীতির সুযোগ থেকে যায়। সর্বোপরি কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ডেটা নির্ভর না হওয়ায় শ্রম পরিদর্শনের কার্যকারিতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্নবিদ্ধ হয়। শ্রম পরিদর্শনের এ সমস্যার মূল কারণ হলো প্রযুক্তিনির্ভর মনিটরিং সিস্টেমের অনুপস্থিতি, ডেটা-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সংস্কৃতির অভাব, এবং ডেটা এনালাইসিসের আধুনিক টুল ব্যবহার না করা।

০৩ আন্তর্জাতিক তুলনা ও প্রমাণ ভিত্তিক ব্যাখ্যা

দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর ও যুক্তরাজ্যে শ্রম পরিদর্শনে GPS, মোবাইল অ্যাপ এবং AI-ভিত্তিক রিস্ক স্কোরিং ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে ভারত ও ভিয়েতনামে শ্রম পরিদর্শন পরিদর্শনের সংখ্যা ও কমপ্লায়েন্স উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-এর সুপারিশ অনুযায়ী প্রযুক্তি ব্যবহার শ্রম প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং অনিয়ম কমে যায়। জিপিএস ও AI-এর ব্যবহার আন্তর্জাতিকভাবে কার্যকর ও পরীক্ষিত মনিটরিং পদ্ধতি।

০৪ স্টেকহোল্ডার বিশ্লেষণ ও ঝুঁকি মোকাবেলার কৌশল

এ উদ্যোগের প্রধান স্টেকহোল্ডার হলো শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম পরিদর্শক, ICT বিভাগ, মালিক সংগঠন ও কারখানা মালিক এবং শ্রমিক সংগঠন। সম্ভাব্য ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে শ্রম পরিদর্শকদের প্রযুক্তি গ্রহণে অনীহা ও তথ্যের গোপনীয়তা। এগুলো মোকাবেলায় শ্রম পরিদর্শকদের প্রণোদনা প্রদান, ডেটা প্রাইভেসি গাইডলাইন, প্রশিক্ষণ, পাইলটিং, ফলো-আপ কৌশল গ্রহণ করা হবে।

০৫ পরিবর্তন/ উদ্ভাবন/ সংস্কার প্রস্তাবনা

উদ্যোগটি বাস্তবায়নে পরিদর্শকদের জন্য GPS-enabled মোবাইল অ্যাপ তৈরি করতে হবে। লাইভ ম্যাপ ও টাস্ক স্ট্যাটাসসহ রিয়েল-টাইম ড্যাশবোর্ড তৈরী করা হবে। এছাড়া এখানে ডিজিটাল শ্রম পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল ও টাইম-স্ট্যাম্পিংসহ পরিদর্শন সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। তবে তিন মাস মেয়াদে শুধু প্রস্তুতিমূলক কাজ হিসেবে চাহিদা নিরূপণ, ভেস্তুর নির্বাচন প্রক্রিয়া ও পাইলট চালুর জন্য করণীয় বিষয়সমূহ চূড়ান্তকরণ ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করা হবে।

০৬ বাস্তবায়ন কৌশল ও ধাপ ভিত্তিক বাস্তবায়নযোগ্য রোডম্যাপ

১-৩০ দিন: স্টেকহোল্ডার সভা আয়োজন ও চাহিদা নিরূপণ।

৩১-৬০ দিন: ভেস্তুর নির্বাচনের জন্য টেন্ডার ডকুমেন্ট তৈরি ও অনুমোদন গ্রহণ।

৬০-৯০ দিন: টেন্ডার আহ্বান, টেন্ডার ওপেনিং ও মূল্যায়ন কমিটি গঠন।

০৭ পাইলটিং ডিজাইন

এ উদ্যোগে পাইলটিং অন্তর্ভুক্ত নয়। মোবাইল অ্যাপ তৈরি পর উদ্যোগটির পাইলটিং করা হবে। প্রাথমিকভাবে সীমিত সংখ্যক শ্রম পরিদর্শকদের মতামত গ্রহণ করা হবে।

০৮ অর্থায়ন পরিকল্পনা

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত বাজেট বরাদ্দ থেকে এ উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করা হবে।

০৯ KPI

চাহিদা নিরূপণের জন্য স্টেকহোল্ডার সভার সংখ্যা। নির্ধারিত সময়ে টেন্ডার ডকুমেন্ট তৈরি ও অনুমোদন গ্রহণ। নির্ধারিত সময়ে টেন্ডার আহ্বান ও টেন্ডার ওপেনিং। নির্ধারিত সময়ে টেন্ডার মূল্যায়ন কমিটি গঠন। প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ।

চূড়ান্ত ধাপের কেপিআই:

শ্রম পরিদর্শনের কভারেজ বৃদ্ধি (%), পরিদর্শন পরবর্তী প্রতিবেদন দাখিলের জন্য প্রয়োজনীয় সময় (ঘন্টা/দিন), GPS ভ্যালিডেশনের হার, হাই-রিস্ক ফ্যাক্টরি শনাক্তকরণের হার, ব্যবহারকারীদের সন্তুষ্টি স্কের।

১০ টেকসইকরণ কৌশল

প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন হলে তার ভিত্তিতে জিপিএসভিত্তিক অ্যাপ (ড্যাশবোর্ডসহ) তৈরি ও GPS ইন্টিগ্রেশন, ফিডব্যাক, পারফরম্যান্স টিউনিং, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কোয়ালিটি সার্টিফিকেট গ্রহণ, মূল্যায়ন, স্কেল-আপ পরিকল্পনা, ডেটা প্রাইভেসি নীতি প্রণয়ন করা হবে। পরবর্তীতে বার্ষিক বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ, নিয়মিত আপডেট, ডেটা-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, এবং ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোগটিকে দীর্ঘমেয়াদে টেকসই করা হবে। প্রতি বছর KPI-ভিত্তিক স্বাধীন মূল্যায়নের মাধ্যমে কার্যকারিতা পর্যালোচনা করা হবে এবং প্রতি বছর KPI-ভিত্তিক স্বাধীন মূল্যায়নের মাধ্যমে কার্যকারিতা পর্যালোচনা করে উদ্যোগকে চূড়ান্ত করা হবে। পাইলট সফলভাবে বাস্তবায়নের পর উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিমালা সংশোধন করা হবে।

কো-ফাইন্যান্সিং, Blended Concessional Finance ও কার্বন ট্রেডিং কাঠামো ব্যবহার করে বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণচাপ হ্রাস ও টেকসই উন্নয়ন অর্থায়ন সক্ষমতা বৃদ্ধি

এস এম জাকারিয়া হক

অতিরিক্ত সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

০১ প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ LDC উত্তরণের প্রাক্কালে উন্নয়ন অর্থায়নের কাঠামোতে একটি গুণগত পরিবর্তনের মুখোমুখি। কনসেশনাল ঋণ ও অনুদান হ্রাস পাওয়ায় সরকারকে তুলনামূলকভাবে বেশি সুদে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করতে হচ্ছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বৈদেশিক ঋণ সার্ভিসিং প্রায় ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় প্রায় ২৫-৩০ শতাংশ বেশি। চলতি অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসেই প্রায় ১.৮৯ বিলিয়ন ডলার পরিশোধ করা হয়েছে। এই প্রবণতা উন্নয়ন প্রকল্পে নতুন অর্থায়নের জন্য সরকারের ফিসকাল স্পেস সংকুচিত করছে।

০২ সমস্যা নিরূপণ

বর্তমান উন্নয়ন অর্থায়ন কাঠামো প্রধানত হার্ড লোন নির্ভর। কো-ফাইন্যান্সিং, blended concessional finance ও লোকাল কারেন্সি ফাইন্যান্সিং কাঠামো সীমিত ও খণ্ডিতভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। পাশাপাশি, কার্বন ট্রেডিং ও কার্বন ক্রেডিটকে উন্নয়ন প্রকল্পের সম্ভাব্য রাজস্ব উৎস হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার কোনো কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেই। এর ফলে ঋণচাপ কমানোর বিকল্প সুযোগগুলো পুরোপুরি কাজে লাগানো যাচ্ছে না।

০৩ মূল কারণ বিশ্লেষণ

এই সমস্যার মূল কারণ হলো—(ক) উদ্ভাবনী অর্থায়ন কাঠামোর জন্য মানসম্মত টেমপ্লেট ও SOP-এর অভাব, (খ) ERD-এর ভেতরে নিবেদিত টেকনিক্যাল সেল না থাকা, (গ) প্রকল্প প্রস্তুতি পর্যায়ে ঝুঁকি ভাগাভাগি ও blended finance ডিজাইনের সক্ষমতার ঘাটতি, এবং (ঘ) কার্বন ফাইন্যান্স সংক্রান্ত নীতিগত ও অপারেশনাল নির্দেশনার অনুপস্থিতি।

০৪ নীতি-সামঞ্জস্যতা

এই CIRAP সরকারের Vision 2041, 8th Five Year Plan, Debt Sustainability Framework এবং National Adaptation Plan-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আন্তর্জাতিকভাবে World Bank, IFC ও GCF উন্নয়ন অর্থায়নে কো-ফাইন্যান্সিং ও blended finance ব্যবহারে গুরুত্ব দিচ্ছে, যা বাংলাদেশের জন্য সমন্বয়যোগ্য ও প্রাসঙ্গিক।

০৫ উদ্দেশ্য

সামগ্রিক উদ্দেশ্য হলো টেকসই ও উদ্ভাবনী উন্নয়ন অর্থায়ন কাঠামো প্রবর্তনের মাধ্যমে বৈদেশিক ঋণচাপ হ্রাস করা। নির্দিষ্টভাবে, ৩ মাসের পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে ERD-এর অধীনে একটি Sustainable Finance & Co-financing Cell গঠন, মানসম্মত টুলকিট ও SOP প্রস্তুত এবং কার্বন ট্রেডিংকে উন্নয়ন প্রকল্প অর্থায়নের সঙ্গে একীভূত করার কাঠামো তৈরি করা।

০৬ পরিবর্তন তত্ত্ব (Theory of Change)

যদি ERD-এর অধীনে একটি দক্ষ টেকনিক্যাল সেল গঠন করা হয় এবং কো-ফাইন্যান্সিং, blended concessional finance ও কার্বন ফাইন্যান্সের জন্য মানসম্মত টেমপ্লেট ও SOP চালু করা হয়, তবে উন্নয়ন প্রকল্পগুলো বহুপাক্ষিক ও বেসরকারি অর্থায়নের জন্য অধিক উপযোগী হবে। এর ফলে প্রকল্প প্রস্তুতি ও অর্থায়নের সময় ও ব্যয় কমবে এবং বৈদেশিক ঋণনির্ভরতা ধীরে ধীরে হ্রাস পাবে।

০৭ প্রস্তাবিত কার্যক্রম

এই CIRAP-এর আওতায় ERD-এ ৫-৭ সদস্যের একটি টেকনিক্যাল সেল গঠন, লক্ষ্যভিত্তিক প্রশিক্ষণ আয়োজন, প্রকল্প স্কিনিং ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ টুল উন্নয়ন, কমপক্ষে ১০টি সম্ভাব্য উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়ন পাইপলাইন প্রস্তুত এবং ২-৩টি ডেমো blended finance কাঠামো ডিজাইন করা হবে।

০৮ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ও KPI

মাস-১ এ সেল গঠন ও সক্ষমতা উন্নয়ন, মাস-২ এ প্রকল্প পাইপলাইন ও ডেমো ফাইন্যান্সিং কাঠামো প্রস্তুত এবং মাস-৩ এ SOP চূড়ান্তকরণ ও নীতিগত সুপারিশ প্রণয়ন করা হবে। KPI হিসেবে একটি কার্যকর টেকনিক্যাল সেল প্রতিষ্ঠা, ১০টি কো-ফাইন্যান্সিং উপযোগী প্রকল্প প্রস্তুত এবং অন্তত ২টি blended finance কাঠামোর নকশা সম্পন্ন করা হবে।

০৯ ঝুঁকি ও স্থায়িত্ব

নীতিগত বিলম্ব, প্রযুক্তিগত সক্ষমতার ঘাটতি ও বাজার অনিশ্চয়তা এই উদ্যোগের প্রধান ঝুঁকি। এগুলো মোকাবিলায় উচ্চপর্যায়ের স্টিয়ারিং কমিটি, নিয়মিত মনিটরিং এবং SOP-এর মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ নিশ্চিত করা হবে, যাতে পাইলট শেষে এই উদ্যোগ টেকসইভাবে অব্যাহত থাকে।

আন্তর্জাতিক সনদসহ দক্ষতা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রবর্তন

মোহাম্মদ ওয়ালিদ হোসেন
অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

০১ প্রেক্ষাপট

বিশ্বব্যাপী শ্রমবাজার দ্রুত দক্ষতানির্ভর হয়ে উঠছে। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০৩০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক শ্রমবাজারে প্রয়োজনীয় দক্ষতার প্রায় ৫০% পরিবর্তিত হবে। বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ২০ লাখ নতুন কর্মক্ষম জনবল শ্রমবাজারে প্রবেশ করলেও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত দক্ষতা ও সনদের অভাবে একটি বড় অংশ বৈশ্বিক কর্মসংস্থানে যুক্ত হতে পারছে না। এই প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক সনদসহ দক্ষতা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা সময়োপযোগী ও কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

০২ সমস্যার প্রকৃতি ও মূল কারণ বিশ্লেষণ

বর্তমান প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় তিনটি মূল সমস্যা বিদ্যমান:

প্রথমত, অধিকাংশ সরকারি ও আধা-সরকারি প্রশিক্ষণ আন্তর্জাতিক সনদ দ্বারা স্বীকৃত নয়।

দ্বিতীয়ত, প্রশিক্ষণ কারিকুলাম ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদার মধ্যে কার্যকর সংযোগ নেই।

তৃতীয়ত, প্রশিক্ষণের ফলাফল প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কর্মসংস্থান বা ক্যারিয়ার অগ্রগতির সঙ্গে যুক্ত নয়।

BMET-এর তথ্য অনুযায়ী, বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশিদের বড় অংশ স্বল্পদক্ষ ক্যাটাগরিতে সীমাবদ্ধ।

০৩ আন্তর্জাতিক তুলনা ও প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা

ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম ও নেপাল আন্তর্জাতিক সনদভিত্তিক দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বৈদেশিক কর্মসংস্থানে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। উদাহরণস্বরূপ, ফিলিপাইনের TESDA সিস্টেম আন্তর্জাতিক সনদ সংযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বছরে প্রায় ৩০ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশের জন্য এ ধরনের মডেল অনুসরণ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

০৪ সংক্ষেপে থিওরি অব চেঞ্জ (ToC)

যদি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সনদের সাথে দক্ষতা প্রশিক্ষণ সংযুক্ত করা হয়:

তবে প্রশিক্ষণের গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে, দক্ষতার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি নিশ্চিত হবে, কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি পাবে, জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে।

এই পরিবর্তন বাস্তবায়নে নীতিগত সমর্থন, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও অংশীদারিত্ব অপরিহার্য।

০৫ স্টেকহোল্ডার বিশ্লেষণ, সম্ভাব্য ঝুঁকি ও মোকাবিলা কৌশল

মূল স্টেকহোল্ডার হিসেবে থাকবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক সনদ প্রদানকারী সংস্থা এবং প্রশিক্ষণার্থীরা। সম্ভাব্য ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে উচ্চ ব্যয়, সনদের স্বীকৃতি বিলম্ব এবং প্রশিক্ষকের দক্ষতার সীমাবদ্ধতা।

মোকাবিলায় সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP), একাধিক আন্তর্জাতিক অংশীদারের সাথে সমঝোতা এবং প্রশিক্ষকদের ToT কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

০৬ বাস্তবায়ন কৌশল ও ধাপভিত্তিক রোডম্যাপ

বাস্তবায়ন তিন ধাপে সম্পন্ন হবে:

প্রথম ধাপে (০-৬ মাস) পাইলট ভিত্তিতে নির্বাচিত কোর্সে আন্তর্জাতিক সনদ সংযুক্ত প্রশিক্ষণ চালু করা হবে।

দ্বিতীয় ধাপে (৬-১৮ মাস) সফল মডেল সম্প্রসারণ করে অন্যান্য কোর্সে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

তৃতীয় ধাপে (১৮-৩৬ মাস) SOP, প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার ও বাজেট কাঠামোর মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা হবে।

০৭ পাইলট ডিজাইন (৩ মাসের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য)

প্রাথমিকভাবে একটি বা দুটি প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে আন্তর্জাতিক সনদ সংযুক্ত করে পাইলট চালু করা হবে। প্রশিক্ষণ শেষে সনদ অর্জনের হার, প্রশিক্ষণ সন্তুষ্টি এবং কর্মসংস্থান সম্ভাবনা মূল্যায়ন করা হবে। পাইলটের ফলাফলের ভিত্তিতে স্কেল-আপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

০৮ রিসোর্স মোবাইলাইজেশন পরিকল্পনা

এই উদ্যোগে মানবসম্পদ, প্রযুক্তি ও অর্থায়ন প্রয়োজন হবে। অর্থায়নের উৎস হিসেবে সরকারি বাজেট, উন্নয়ন সহযোগী এবং অংশগ্রহণ ফি বিবেচনায় নেওয়া হবে। বিশ্বব্যাংকের তথ্যমতে, দক্ষতা উন্নয়নে বিনিয়োগের রিটার্ন গড়ে ৮-১০ গুণ পর্যন্ত হতে পারে।

০৯ KPI ও মূল্যায়ন সূচক

মূল কর্মসম্পাদন সূচক হিসেবে বিবেচিত হবে—

প্রশিক্ষণ সমাপ্তির হার, আন্তর্জাতিক সনদ অর্জনের হার, প্রশিক্ষণ-পরবর্তী কর্মসংস্থান/কারিয়ার অগ্রগতি এবং অংশীজন সন্তুষ্টি সূচক। নিয়মিত মনিটরিং ও প্রভাব মূল্যায়ন পরিচালিত হবে।

১০ টেকসইকরণ কৌশল

কর্মসূচিকে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ও প্রশিক্ষণ কাঠামোর সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে। SOP, প্রাতিষ্ঠানিক বাজেট ও সক্ষমতা উন্নয়নের মাধ্যমে ব্যক্তিনির্ভরতা কমিয়ে দীর্ঘমেয়াদি টেকসইতা নিশ্চিত করা হবে।

১১ উপসংহার

এই CIRAP বাস্তবায়নের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সনদসহ দক্ষতা প্রশিক্ষণ একটি ফলাফলভিত্তিক, টেকসই ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন সংস্কার উদ্যোগে রূপ নেবে, যা বাংলাদেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন ও বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা দৃঢ় করবে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিসমূহের প্রভাব মূল্যায়নে (Impact Assessment) একটি মানসম্মত ডিজিটাল কাঠামো প্রবর্তন

শাহ মোহাম্মদ মাহবুব
অতিরিক্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

০১ প্রেক্ষাপট

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (DoYD) প্রতিবছর বিপুল সংখ্যক যুবক-যুবতীকে কারিগরি, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। তবে এসব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের কর্মসংস্থান, আয় বৃদ্ধি বা উদ্যোক্তা সৃষ্টির মতো বাস্তব ফলাফল কতটুকু অর্জিত হচ্ছে—তা নিয়মিত ও প্রমাণভিত্তিকভাবে পরিমাপ করা হয় না। এর ফলে কার্যকর ও অকার্যকর প্রশিক্ষণ আলাদা করা, বাজেট বরাদ্দে অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

০২ সমস্যা বিবরণ ও মূল কারণ

প্রধান সমস্যা হলো প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ফলাফল ও প্রভাব মূল্যায়নের জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক Impact Assessment ব্যবস্থা অনুপস্থিত। এর মূল কারণ হিসেবে ফলাফলভিত্তিক KPI-এর অভাব, প্রশিক্ষণ-পরবর্তী follow-up ব্যবস্থার দুর্বলতা, ডিজিটাল ডাটাবেজের সীমাবদ্ধতা এবং মনিটরিং ও গবেষণাভিত্তিক সক্ষমতার ঘাটতি চিহ্নিত করা যায়।

০৩ সমস্যার প্রভাব

এই সীমাবদ্ধতার ফলে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের প্রকৃত প্রভাব নিরূপণ করা যাচ্ছে না, একই ধরনের প্রশিক্ষণে বারবার ব্যয় হচ্ছে, উন্নয়ন সহযোগীদের কাছে আউটকাম প্রদর্শন কঠিন হয়ে পড়ছে এবং যুব উন্নয়ন কার্যক্রমের সামগ্রিক দক্ষতা হ্রাস পাচ্ছে।

০৪ থিওরি অব চেইঞ্জ

যদি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে একটি মানসম্মত Impact Assessment Framework প্রণয়ন করা হয় এবং তা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দুইটি ধাপে বাস্তবায়ন করা যায়, তবে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ফলাফল ও প্রভাব নিয়মিতভাবে পরিমাপ করা সম্ভব হবে। এর ফলে প্রমাণভিত্তিক নীতি ও বাজেট সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত হবে এবং যুব উন্নয়ন কার্যক্রমের কার্যকারিতা টেকসইভাবে বৃদ্ধি পাবে।

০৫ প্রস্তাবিত সংস্কার ও স্টেজভিত্তিক বাস্তবায়ন কৌশল

Stage-I: পাইলটিং ও সিস্টেম স্থাপন (মেয়াদ: ৩ মাস)

এই পর্যায়ে একটি Impact Assessment Taskforce গঠন করা হবে এবং প্রশিক্ষণের জন্য মানসম্মত KPI ও ডেটা সংগ্রহ টুল প্রণয়ন করা হবে। একই সঙ্গে একটি ওয়েব ও মোবাইলভিত্তিক ডিজিটাল ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু করা হবে। দুইটি নির্বাচিত জেলায় ২০০ জন প্রশিক্ষণার্থীর উপর বেসলাইন,

এন্ডলাইন এবং ৩ মাসের follow-up ডেটা সংগ্রহ করে পাইলট পরিচালিত হবে। এই পর্যায়ের শেষে একটি বিশ্লেষণধর্মী Impact Report প্রস্তুত করা হবে, যা স্কুল-আপের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

Stage-II: সম্প্রসারণ ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ (মেয়াদ: পরবর্তী ৬-১২ মাস)

Stage-I এর ফলাফল ও শিক্ষা বিবেচনায় নিয়ে Impact Assessment Framework সারাদেশে সম্প্রসারণ করা হবে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে এবং নিয়মিত ৬ ও ১২ মাসের follow-up ব্যবস্থা চালু করা হবে। একই সঙ্গে SOP ও বার্ষিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনার সঙ্গে Impact Assessment বাধ্যতামূলকভাবে সংযুক্ত করা হবে।

০৬ স্টেকহোল্ডার বিশ্লেষণ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সংস্কার কার্যক্রমের সার্বিক জবাবদিহি করবেন। কেন্দ্রীয় টাস্কফোর্স ও মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তারা বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করবেন। মন্ত্রণালয়, আইটি ও পরিসংখ্যান বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ প্রদান করবেন এবং প্রশিক্ষণার্থীরা তথ্য প্রদানকারী হিসেবে যুক্ত থাকবেন।

০৭ ঝুঁকি ও মোকাবিলা

ডেটা অসম্পূর্ণতা, পরিবর্তনে অনীহা এবং আইটি সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা প্রধান ঝুঁকি হিসেবে বিবেচিত। এসব মোকাবিলায় বাধ্যতামূলক ডিজিটাল ফিল্ড, মোবাইল ভেরিফিকেশন, প্রশিক্ষণ ও চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

০৮ টাইমলাইন (সংক্ষেপ)

প্রথম তিন মাসে Stage-I এর আওতায় পাইলটিং ও সিস্টেম স্থাপন সম্পন্ন করা হবে। পরবর্তী ছয় থেকে বারো মাসে Stage-II এর মাধ্যমে সারাদেশে সম্প্রসারণ ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে।

০৯ প্রত্যাশিত ফলাফল

এই CIRAP বাস্তবায়নের ফলে যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণের প্রভাব পরিমাপে একটি প্রাতিষ্ঠানিক ও টেকসই ব্যবস্থা গড়ে উঠবে, যা কার্যকর প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণ এবং অকার্যকর প্রশিক্ষণ পুনঃনকশায় সহায়ক হবে।

১০ উপসংহার

Stage-ভিত্তিক ও টাইমলাইন-সংযুক্ত এই CIRAP যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে আউটকাম ও ইমপ্যাক্টভিত্তিক রূপান্তরের মাধ্যমে একটি প্রমাণনির্ভর ও দক্ষ ব্যবস্থাপনায় উন্নীত করবে।

উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যয় নির্ধারণে Official Cost Estimate (OCE) প্রবর্তনের মাধ্যমে ব্যয় ও সময় শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণ

ড. অঞ্জন কুমার দেব রায়
অতিরিক্ত সচিব, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন

০১ প্রেক্ষাপট ও নীতি-সামঞ্জস্যতা

বাংলাদেশে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP) বাস্তবায়নের প্রধান হাতিয়ার হলো উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (DPP/TPP)। বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনে দাখিলকৃত প্রকল্পের প্রায় ৭০ শতাংশ নির্মাণ ও মূলধন ব্যয়ভিত্তিক। এসব প্রকল্পের ব্যয় নির্ধারণ প্রধানত পুরোনো রেট শিডিউলের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় বাজারদরের সঙ্গে প্রকৃত ব্যয়ের বড় ধরনের ফারাক সৃষ্টি হয়। জাতীয় বাজেট শৃঙ্খলা, MTBF কাঠামো এবং SDG-16 (Effective Institutions)-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষায় প্রকল্প ব্যয়ের বাস্তবসম্মত নির্ধারণ জরুরি হয়ে উঠেছে।

০২ সমস্যা নিরূপণ ও মূল কারণ বিশ্লেষণ

প্রকল্প প্রস্তুত পর্যায়ে Official Cost Estimate (OCE) বাধ্যতামূলক না থাকায় ব্যয় প্রাক্কলন দুর্বল হয়। ফলস্বরূপ প্রকল্প অনুমোদনের পরপরই ব্যয় ও সময় বৃদ্ধি ঘটে। বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রায় এককভাবে প্রকল্প পরিচালনা করলেও নীতিগত তদারকিতে মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা সীমিত থাকে। এর ফলে Cost Overrun ও Time Overrun বৃদ্ধি পেয়ে প্রকল্প সংশোধন (DPP Revision) একটি নিয়মিত প্রবণতায় পরিণত হয়েছে।

০৩ গভর্নেন্স ও সমন্বয়গত ঘাটতি

বর্তমান ব্যবস্থায় পরিকল্পনা কমিশন, মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার মধ্যে কার্যকর সমন্বয় অনুপস্থিত। মন্ত্রণালয় প্রকল্প ব্যয় নির্ধারণে প্রাথমিক পর্যায়ে সক্রিয় না থাকায় জবাবদিহিতা দুর্বল হয়। ফলস্বরূপ MTBF সিলিং দীর্ঘমেয়াদে চাপের মুখে পড়ে এবং জনস্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই গভর্নেন্স ঘাটতি প্রকল্প ব্যবস্থাপনার একটি কাঠামোগত দুর্বলতা হিসেবে চিহ্নিত।

০৪ স্টেকহোল্ডার বিশ্লেষণ

এই সংস্কারের প্রধান স্টেকহোল্ডার হলো সাধারণ জনগণ, যারা প্রকল্পের চূড়ান্ত সুফলভোগী। নীতিনির্ধারণ পর্যায়ে পরিকল্পনা কমিশন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে সংস্থাগুলো মূল ভূমিকা পালন করে। OCE প্রবর্তনের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ ও দায়বদ্ধতা বাড়বে, যা প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় ভারসাম্য তৈরি করবে।

০৫ পরিবর্তন ও সংস্কার প্রস্তাবনা

প্রস্তাবিত সংস্কারের মূল লক্ষ্য হলো DPP/TPP প্রণয়নের সময় রেট শিডিউলের পাশাপাশি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত Official Cost Estimate (OCE) নির্ধারণ বাধ্যতামূলক করা। এতে প্রকল্পের ব্যয়ের একটি বাস্তবসম্মত সিলিং নির্ধারিত হবে এবং অনুমোদন-পরবর্তী অপ্রয়োজনীয় সংশোধন প্রবণতা হ্রাস পাবে।

০৬ থিওরি অব চেঞ্জ (If-Then Logic)

যদি প্রকল্প প্রস্তুত পর্যায়ে মন্ত্রণালয় কর্তৃক OCE নির্ধারণ করা হয়, তবে প্রকল্প ব্যয় বাস্তবসম্মত হবে। যদি ব্যয় বাস্তবসম্মত হয়, তবে Cost Overrun ও Time Overrun কমবে। এর ফলে প্রকল্প নির্ধারিত সময় ও বাজেটের মধ্যে সম্পন্ন হবে এবং জনগণ সময়মতো উন্নয়ন সুফল পাবে।

০৭ বাস্তবায়ন কৌশল ও রোডম্যাপ

প্রথম পর্যায়ে প্রতিটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে একটি OCE সেল গঠন করা হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে কর্মকর্তাদের OCE ও ব্যয় প্রাক্কলন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। তৃতীয় পর্যায়ে মাসিক ব্যয় প্রতিবেদন OCE-এর সঙ্গে তুলনা করে মনিটরিং চালু করা হবে।

০৮ পাইলটিং ডিজাইন

প্রথম বছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে একটি নির্দিষ্ট জেলায় সীমিত পরিসরে OCE-ভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। পাইলটের ফলাফল বিশ্লেষণ করে জাতীয় পর্যায়ে সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

০৯ KPI ও মনিটরিং কাঠামো

প্রধান সূচক হিসেবে নির্ধারিত হবে—প্রকল্প কমপক্ষে দুই বছর সংশোধনবিহীন থাকা এবং অনুমোদিত ব্যয়ের তুলনায় ব্যয় বৃদ্ধি ২০ শতাংশের নিচে রাখা। এই KPI পরিকল্পনা কমিশন ও মন্ত্রণালয় যৌথভাবে পর্যবেক্ষণ করবে।

১০ টেকসইতা ও প্রত্যাশিত প্রভাব

OCE প্রবর্তনের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্পে আর্থিক শৃঙ্খলা, সময়ানুবর্তিতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে। আন্তর্জাতিকভাবে Work Breakdown Structure অনুসরণকারী দেশগুলোর মতো বাংলাদেশেও প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বাড়বে। দীর্ঘমেয়াদে এটি MTBF ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবে এবং জনগণের উন্নয়ন সুফল দ্রুত নিশ্চিত করবে।

BSEC-এর বিপণন ব্যবস্থার কাঠামোগত সংস্কার ও লোকসানি কারখানার বাজার পুনরুদ্ধার

মুঃ আনোয়ারুল আলম

অতিরিক্ত সচিব, বাংলাদেশ ইম্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন

০১ প্রেক্ষাপট ও সমস্যা চিহ্নিতকরণ

বাংলাদেশ স্টিল ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন (BSEC) সাম্প্রতিক সময়ে সামগ্রিকভাবে লাভে ফিরলেও গত অর্থবছরে এর অন্তত তিনটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান—গাজী ওয়্যারস, ইস্টার্ন টিউবস ও এটলাস বাংলাদেশ—লোকসানে রয়েছে। বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে এসব কারখানার লোকসানের মূল কারণ উৎপাদন সক্ষমতার অভাব নয়; বরং বিপণন ব্যবস্থার দুর্বলতা, সীমিত বাজারনীতি এবং কার্যকর বিক্রয় কৌশলের অভাব। আধুনিক প্রযুক্তি ও মানসম্পন্ন পণ্য থাকা সত্ত্বেও বাজারে সঠিক অবস্থান নির্ধারণ না করতে পারায় এসব কারখানা প্রত্যাশিত বিক্রয় অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছে।

০২ সমস্যার গভীর বিশ্লেষণ

গাজী ওয়্যারস দীর্ঘদিন ধরে সরকারি বিদ্যুৎ সংস্কার ওপর নির্ভরশীল থাকায় সরকারি ক্রয় কমে গেলে বিক্রয় দ্রুত হ্রাস পায়। ইস্টার্ন টিউবস সর্বাধুনিক ও বিদ্যুৎ-সামর্থ্য প্রযুক্তিতে উৎপাদন করলেও পণ্যের বৈচিত্র্য, ব্র্যান্ডিং ও বাজার বিভাজন দুর্বল থাকায় বেসরকারি খাতের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারছে না। এটলাস বাংলাদেশে Honda-এর সঙ্গে চুক্তি বাতিলের পর বিকল্প বাজার কৌশল ও শক্তিশালী ব্র্যান্ড অবস্থান গড়ে ওঠেনি। তিন ক্ষেত্রেই বিপণন কার্যক্রম মূলত প্রতিক্রিয়াশীল, দরপত্রনির্ভর এবং ব্যক্তি-কেন্দ্রিক।

০৩ পরিবর্তনের যৌক্তিকতা

বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কেবল উৎপাদন সক্ষমতা থাকাই যথেষ্ট নয়; বরং বাজার চাহিদা বিশ্লেষণ, পণ্যের অবস্থান নির্ধারণ এবং ক্রেতার সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক গড়ে তোলাই লাভজনকতার পূর্বশর্ত। বিপণন ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক ও তথ্যভিত্তিক রূপান্তর না করলে ভবিষ্যতেও BSEC-এর একাধিক কারখানা লোকসানি থেকে যাওয়ার ঝুঁকি থাকবে।

০৪ CIRAP-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

এই CIRAP-এর লক্ষ্য হলো BSEC-এর বিপণন ব্যবস্থাকে বাজারমুখী, ফলাফলভিত্তিক ও টেকসই কাঠামোয় রূপান্তর করা, যাতে লোকসানি কারখানাগুলো ধাপে ধাপে ব্লক-ইভেন এবং লাভজনক অবস্থায় ফিরে আসে। পাশাপাশি সরকারি বাজারের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে বেসরকারি বাজারে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।

০৫ প্রস্তাবিত পরিবর্তন ও উদ্ভাবনের ধারণা

প্রস্তাবিত সংস্কারের মূল ধারণা হলো একটি সমন্বিত Market-driven Marketing & Sales Framework প্রবর্তন, যেখানে প্রতিটি কারখানার জন্য আলাদা বাজার কৌশল, পণ্যভিত্তিক মূল্য প্রস্তাব এবং নির্দিষ্ট বিক্রয় লক্ষ্য নির্ধারিত থাকবে। এর মাধ্যমে বিপণন কার্যক্রম ব্যক্তি-কেন্দ্রিক না থেকে প্রাতিষ্ঠানিক ও পুনরাবৃত্তিযোগ্য হবে।

০৬ বাস্তবায়ন কৌশল (Policy-Process-Practice-Structure)

নীতিগতভাবে BSEC-এর জন্য একটি সমন্বিত Marketing & Sales Policy প্রণয়ন করা হবে, যেখানে সরকারি ও বেসরকারি বাজারের জন্য পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে। প্রক্রিয়াগতভাবে sales funnel, market mapping ও চাহিদা পূর্বাভাস চালু করা হবে। বাস্তব প্রয়োগে ডিজিটাল পণ্য ক্যাটালগ, মানসম্মত প্রস্তাবনা ও সেক্টরভিত্তিক value proposition ব্যবহৃত হবে। কাঠামোগতভাবে Marketing & Business Development Cell গঠন করে পণ্য বা বাজারভিত্তিক দায়িত্ব বণ্টন করা হবে।

০৭ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ও সময়সূচি

স্বল্পমেয়াদে (০-৩ মাস) লোকসানি তিন কারখানার জন্য আলাদা বিপণন পরিকল্পনা, ক্লায়েন্ট ডাটাবেজ প্রস্তুত এবং পণ্যের মূল্য ও অবস্থান পুনর্মূল্যায়ন করা হবে। মধ্যমেয়াদে (৬-১২ মাস) CRM ব্যবস্থা চালু, বেসরকারি বাজারে প্রবেশ এবং পণ্যের বৈচিত্র্য ও ব্র্যান্ডিং উন্নয়ন সম্পন্ন করা হবে।

০৮ Theory of Change (পরিবর্তনের তত্ত্ব)

যদি BSEC-এর বিপণন ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংস্কার করা হয় এবং পণ্যভিত্তিক বাজার কৌশল চালু করা হয়, তবে উৎপাদন সক্ষমতা কার্যকরভাবে বাজারে রূপান্তরিত হবে। বিপণন নীতি ও প্রক্রিয়া শক্তিশালী হলে বিক্রয় বৃদ্ধি পাবে, যার ফলে লোকসানি কারখানাগুলো ব্রেক-ইভেনে পৌঁছাবে। বিক্রয় ও রাজস্ব বৃদ্ধি পেলে পুনঃবিনিয়োগ সম্ভব হবে, যা দীর্ঘমেয়াদে BSEC-এর আর্থিক টেকসইতা ও রাষ্ট্রীয় শিল্প হিসেবে প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা নিশ্চিত করবে।

০৯ মনিটরিং, KPI ও মূল্যায়ন

কারখানাভিত্তিক বিক্রয় বৃদ্ধি, সরকারি ও বেসরকারি বাজারে বিক্রয়ের অনুপাত, লোকসান থেকে ব্রেক-ইভেনে উত্তরণ এবং পুনরাবৃত্ত ক্রেতার হার নিয়মিতভাবে পরিমাপ ও পর্যালোচনা করা হবে।

১০ প্রত্যাশিত ফলাফল ও উপসংহার

এই CIRAP বাস্তবায়নের মাধ্যমে BSEC-এর লোকসানি কারখানাগুলোর বাজার পুনরুদ্ধার হবে, বিক্রয় ও রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে এবং বিপণন ব্যবস্থা একটি প্রাতিষ্ঠানিক ও টেকসই রূপ লাভ করবে। উৎপাদন সক্ষমতা নয়, কার্যকর বিপণনই BSEC-এর টেকসই লাভজনকতার মূল চাবিকাঠি।

জাতীয় আর্কাইভসে আধুনিক কনজারভেশন ল্যাবরেটরি স্থাপন ও কার্যকরীকরণ

খন্দকার জহিরুল ইসলাম

অতিরিক্ত সচিব, আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর

০১ প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ জাতীয় আর্কাইভসে সংরক্ষিত রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ দলিল ও ঐতিহাসিক নথি দেশের প্রশাসনিক ও গবেষণাগত সম্পদের অংশ। কিন্তু দীর্ঘদিন সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার অভাব, কাগজের অম্লত্ব বৃদ্ধি, ফাঙ্গাস ও কীটপতঙ্গের আক্রমণের কারণে এসব নথি দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। বর্তমান ব্যবস্থায় বৈজ্ঞানিক সংরক্ষণ সুবিধা সীমিত হওয়ায় নথির স্থায়িত্ব ও ব্যবহারযোগ্যতা ঝুঁকির মুখে পড়েছে।

০২ সমস্যা চিহ্নিতকরণ

জাতীয় আর্কাইভসে বহু নথি রয়েছে যেগুলোর একটি অংশ ইতোমধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত। মূল সমস্যাগুলো হলো:

(ক) তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের অনুপস্থিতি, (খ) ডি-অ্যাসিডিফিকেশন ও রিপেয়ার সুবিধার অভাব, (গ) দক্ষ কনজারভেশন জনবল ও মানসম্মত SOP না থাকা, এবং (ঘ) কেমিক্যাল সেফটি ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ঘাটতি। এসব কারণে নথির আয়ুষ্কাল কমে যাচ্ছে।

০৩ প্রমাণভিত্তিক যুক্তি

আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আর্কাইভ ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ, বৈজ্ঞানিক ড্রিটমেন্ট ও প্রশিক্ষিত জনবলকে বাধ্যতামূলক ধরা হয়। বাংলাদেশের ক্রান্তীয় জলবায়ুতে এই ব্যবস্থা ছাড়া নথি সংরক্ষণ টেকসই হয় না। তাই আধুনিক কনজারভেশন ল্যাব স্থাপন একটি সময়োপযোগী ও প্রমাণভিত্তিক সমাধান।

০৪ প্রস্তাবনা ও Theory of Change

If আধুনিক ল্যাব অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি, প্রশিক্ষিত জনবল ও SOP নিশ্চিত করা যায়,

Then বৈজ্ঞানিকভাবে নথি ড্রিটমেন্ট ও পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে,

Then নথির ক্ষয় কমেবে ও আয়ুষ্কাল বাড়বে,

Impact: জাতীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও গবেষণা সুবিধা বৃদ্ধি পাবে।

প্রস্তাবিত উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে ল্যাব স্থাপন, HVAC ও RH কন্ট্রোল, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, সেফটি ব্যবস্থা এবং SOP প্রণয়ন।

০৫ অংশীজন ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ

অংশীজন: সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গবেষক, শিক্ষার্থী ও সাধারণ নাগরিক।

ঝুঁকি: ভুল ড্রিটমেন্টে নথি ক্ষতি, দক্ষ জনবল ঘাটতি, কেমিক্যাল স্বাস্থ্যঝুঁকি।

মোকাবিলা: পাইলটিংয়ের মাধ্যমে শুরু, প্রশিক্ষণ ও সার্টিফিকেশন, দুইস্তর QA ব্যবস্থা, PPE ও নিরাপদ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।

০৬ বাস্তবায়ন কৌশল ও সময়সূচি

৩ মাসের বাস্তবায়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে:

১ম মাস: নকশা চূড়ান্তকরণ, প্রকিউরমেন্ট ও SOP ড্রাফট।

২য় মাস: প্রশিক্ষণ ও সীমিত নথিতে পাইলট ড্রিটমেন্ট।

৩য় মাস: অগ্রাধিকারভিত্তিক নথিতে স্কেল-আপ ড্রিটমেন্ট ও মূল্যায়ন।

০৭ পাইলটিং ও মনিটরিং

পাইলটে নির্বাচিত নথিতে Before-After কন্ডিশন স্কোর নির্ধারণ করা হবে। প্রতিটি ড্রিটমেন্ট ধাপে লগবুক ও QA চেকলিস্টে নথিভুক্ত হবে। পাইলট শেষে ফলাফল বিশ্লেষণ করে পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

০৮ সম্পদ ও বাজেট

প্রাথমিকভাবে আনুমানিক ২ কোটি টাকা ADP অর্থাৎ ল্যাব স্থাপন করা হবে। রাজস্ব বাজেটে বার্ষিক অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। প্রয়োজনীয় জনবল হিসেবে ল্যাব লিড, টেকনিশিয়ান ও QA সহায়ক নিয়োগ/প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

০৯ KPI (পরিমাপযোগ্য ফলাফল)

পাইলটে ড্রিটেড নথির সংখ্যায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন

ড্রিটমেন্ট পরবর্তী নথির কন্ডিশন স্কোরে ন্যূনতম ২০% উন্নতি

ফাঙ্গাস ও কীটপতঙ্গ পুনরায় আক্রমণের হার শূন্যে নামানো

১০ টেকসইকরণ

ল্যাব কার্যক্রমকে SOP ও নিয়মিত QA অডিটের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক করা হবে। প্রয়োজনীয় ব্যয় রাজস্ব বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করে দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা হবে।

বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন প্রকল্প মনিটরিংয়ের জন্য Standardised KPI Framework ডিজাইন ও প্রবর্তন

নূর আহমদ

অতিরিক্ত সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ

০১ প্রেক্ষাপট ও নীতি-সামঞ্জস্যতা

বিদ্যুৎ বিভাগ বর্তমানে উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ—এই তিন সাব-সেক্টরে ৫০টিরও বেশি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে, যেগুলো ADP, SDG-7 (Affordable & Clean Energy) এবং সরকারের Smart Bangladesh Vision-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। তবে প্রকল্প মনিটরিংয়ে একক, তুলনায়োগ্য ও আউটকাম-সংযুক্ত KPI কাঠামোর অভাব থাকায় প্রকল্প অগ্রগতি মূল্যায়ন ব্যক্তি ও সংস্থাভেদে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। এই প্রেক্ষাপটে Power Sector-specific Standard KPI Framework ডিজাইন করা নীতিগতভাবে সংগত এবং এটি ভবিষ্যৎ ডিজিটাল মনিটরিং ও ড্যাশবোর্ডের ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

০২ সমস্যা নিরূপণ ও মূল কারণ বিশ্লেষণ

বিদ্যুৎ খাতের প্রকল্প মনিটরিং সমস্যাটি মূলত একটি Indicator Design Gap। প্রধান কারণসমূহ হলো—

(ক) প্রকল্পভেদে KPI-এর সংজ্ঞা, ইউনিট ও মাপজোক পদ্ধতির অসামঞ্জস্য; (খ) সময় ও ব্যয় সূচক থাকলেও Outcome ও Risk KPI অনুপস্থিত; (গ) KPI গুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে activity/output-কেন্দ্রিক, ফলাফল-কেন্দ্রিক নয়; (ঘ) পরিকল্পনা কমিশন, IMED ও বিদ্যুৎ বিভাগের ব্যবহৃত সূচকের মধ্যে সামঞ্জস্যহীনতা; (ঙ) প্রকল্প পরিচালক ও প্রকল্প টিমের KPI literacy সীমিত।

০৩ প্রমাণভিত্তিক যুক্তি ও আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা

আন্তর্জাতিকভাবে দেখা যায় যে, দক্ষিণ কোরিয়া ও ইউরোপীয় ইউনিয়নে standardised KPI taxonomy চালুর পর প্রকল্প মূল্যায়নে subjectivity কমেছে এবং cross-project comparison সহজ হয়েছে। ভারতে sector-wise KPI handbook ব্যবহারের ফলে Planning ও Implementation সংস্থার মধ্যে indicator alignment বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব অভিজ্ঞতা নির্দেশ করে যে ডিজিটাল টুলের আগে KPI ডিজাইন সংস্কারই প্রকৃত লিভারেজ পয়েন্ট।

০৪ পরিবর্তন/উদ্ভাবন প্রস্তাব (Theory of Change)

এই CIRAP-এর মূল লক্ষ্য হলো বিদ্যুৎ খাতের জন্য একটি Outcome-linked, Risk-sensitive এবং Comparable KPI Framework ডিজাইন করা।

If বিদ্যুৎ খাতের সব প্রকল্পের জন্য সময়, ব্যয়, ভৌত অগ্রগতি, আউটকাম ও ঝুঁকি-সংক্রান্ত KPI মানসম্মতভাবে সংজ্ঞায়িত হয়,

Then প্রকল্প মনিটরিং হবে তুলনায়োগ্য ও প্রমাণভিত্তিক, So that ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ, প্রকল্প সংশোধন (DPP Revision) এবং নীতিগত তদারকি আরও কার্যকর হবে।

০৫ স্টেকহোল্ডার বিশ্লেষণ (Power-Interest Matrix)

(ক) High Power-High Interest: বিদ্যুৎ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন (খ) High Power-Medium Interest: আইএমইডি (গ) Low Power-High Interest: প্রকল্প পরিচালক, প্রকৌশলী, প্রকল্প টিম (ঘ) Indirect Beneficiary: বিদ্যুৎ গ্রাহক ও সাধারণ জনগণ।

এক্ষেত্রে, অংশীজনের নিয়োজিত করার কৌশল হবে যৌথ KPI ডিজাইন ওয়ার্কশপ ও validation সেশন।

ভবিষ্যতে ড্যাশবোর্ডভিত্তিক ডিজাইন ইন্টিলিজেন্ট মনিটরিং সিস্টেম বা ডিজিটাল মনিটরিং হাব করার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ঝুঁকি হিসাবে প্রযুক্তি গ্রহণে অনীহা, দক্ষ জনবল ঘাটতি, বাজেট সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রশাসনিক অগ্রাধিকার নির্বাচন, সচেতনতা বৃদ্ধি, নিবিড় প্রশিক্ষণ, প্রণোদনা প্রদান ও শ্রেষ্ঠ প্রকল্প পরিচালক নির্বাচনের মাধ্যমে ঝুঁকি রোধ করা যায়।

০৬ বাস্তবায়ন কৌশল ও ৩-মাসের পাইলট রোডম্যাপ (KPI Design Only)

এই পাইলটটি কোনো সফটওয়্যার বা ড্যাশবোর্ড ডেভেলপমেন্ট নয়, বরং KPI ডিজাইনের পরীক্ষামূলক প্রয়োগ।

প্রথম মাস: (ক) বিদ্যুৎ খাতের প্রকল্প শ্রেণিবিন্যাস (Generation/Transmission/Distribution); (খ) Draft KPI taxonomy ও indicator definition প্রণয়ন করা হবে।

দ্বিতীয় মাস: (ক) ৫-৬টি নির্বাচিত প্রকল্পে KPI প্রয়োগ করে testing করা হবে; (খ) Baseline data mapping ও indicator feasibility যাচাই করা সম্পন্ন হবে।

তৃতীয় মাস: (ক) KPI refinement, duplication removal করা হবে; (খ) চূড়ান্তভাবে, Power Sector KPI Handbook প্রস্তুতকরণ।

০৭ পাইলটিং ডিজাইন (KPI Validation Focus)

পাইলটে কেবল KPI প্রয়োগ ও যাচাই করা হবে:

(ক) বিদ্যমান প্রকল্প রিপোর্টের সঙ্গে KPI-এর সামঞ্জস্য পরীক্ষা করা; (খ) কোন KPI বাস্তবসম্মত, কোনটি অতিরিক্ত বা অপ্রাসঙ্গিক—তা চিহ্নিতকরণ;

(গ) Generation, Transmission, Distribution প্রকল্পে KPI ভিন্নতার শ্রেণীবিভাজন ও অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা হবে।

০৮ রিসোর্স মবিলাইজেশন

(ক) মানবসম্পদ: বিদ্যুৎ বিভাগের পরিকল্পনা অনুবিভাগ ও অধীনস্থ অফিস, প্রকল্প পরিচালকসহ প্রকল্প অফিস, IMED, পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি; (খ) কারিগরি সহায়তা: বিশ্ববিদ্যালয়/থিংকট্যাংক/বেসরকারি আইটি টিম (indicator design ও analysis) করা; (গ) আর্থিক: বিদ্যমান প্রশাসনিক ও গবেষণা বরাদ্দ (অতিরিক্ত বড় বাজেট সংগ্রহ করার প্রয়োজন হবে না)।

০৯ KPI Framework আউটপুট (Deliverables)

পাইলট শেষে নিম্নোক্ত ডেলিভারেবল পাওয়া যাবে— (ক) Standard KPI List (Time, Cost, Physical, Outcome & Service, Risk & Governance); (খ) প্রতিটি KPI-এর সংজ্ঞা, সূত্র, ডেটা সোর্স ও রিপোর্টিং ফ্রিকোয়েন্সি; (গ) Baseline-Target নির্ধারণের গাইডলাইন; (ঘ) Cross-agency alignment (পরিকল্পনা কমিশন- আইএমইডি- বিদ্যুৎ বিভাগ ও অধীনস্থ অফিস)।

১০ টেকসইকরণ ও ভবিষ্যৎ ব্যবহার কৌশল

চূড়ান্ত KPI Framework-কে বিদ্যুৎ বিভাগের প্রকল্প অনুমোদন ও মনিটরিং নির্দেশিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ভবিষ্যতে যেকোনো Digital Dashboard বা Smart Monitoring System এই KPI কাঠামোর ওপর ভিত্তি করেই নির্মিত হবে—ফলে indicator পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে না এবং সংস্কারটি দীর্ঘমেয়াদে টেকসই হবে। ফলশ্রুতিতে, বিদ্যুৎ বিভাগে একটি কার্যকর, স্বচ্ছ ও ফলাফলভিত্তিক প্রকল্প মনিটরিং সংস্কৃতি গড়ে উঠবে।

টেলিযোগাযোগ খাতের নেটওয়ার্ক টপোলজি ও লাইসেন্সিং কাঠামো আধুনিকায়নের স্বল্পমেয়াদি নীতিগত বাস্তবায়ন

মো: জহিরুল ইসলাম

অতিরিক্ত সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

০১ প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ খাত বর্তমানে ডেটা-কেন্দ্রিক আইপি নেটওয়ার্কে দ্রুত রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। মোবাইল ব্রডব্যান্ড, ফাইবার ব্যাকবোন, ক্লাউড ও ডিজিটাল সেবার উপর নির্ভরতা বাড়ার সাথে সাথে নেটওয়ার্কের রেজিলিয়েন্স, দেশীয় পিয়ারিং, সাইবার নিরাপত্তা এবং লাইসেন্সিং কাঠামোর সরলীকরণ নীতিগতভাবে জরুরি হয়ে উঠেছে। বিদ্যমান বহুতল লাইসেন্সিং ও ইন্টারকানেকশন কাঠামো প্রযুক্তি-নিরপেক্ষতা ও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। এই প্রেক্ষাপটে, বৃহৎ সংস্কারের পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে ৩ মাসের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য কিছু স্বল্পমেয়াদি নীতিগত উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন।

০২ সমস্যার প্রকৃতি ও মূল কারণ বিশ্লেষণ

বর্তমান নেটওয়ার্ক টপোলজিতে একাধিক মধ্যস্ত স্তর, অপরিপূর্ণ দেশীয় পিয়ারিং এবং সমন্বিত রেফারেন্স টপোলজির অভাব রয়েছে। একইসাথে লাইসেন্সিং কাঠামো এখনো সেবা-ভিত্তিক ও প্রযুক্তি-নিরপেক্ষ নয়, ফলে কনভার্জড সেবা চালু করতে প্রশাসনিক জটিলতা সৃষ্টি হয়। কমপ্লায়েন্স ও মনিটরিং ব্যবস্থাও আংশিক ডিজিটাল হওয়ায় স্বচ্ছতা ও সময়ানুবর্তিতা ব্যাহত হয়।

০৩ আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা ও প্রমাণভিত্তিক ব্যাখ্যা

ইইউ, যুক্তরাজ্য, সিঙ্গাপুর ও ভারতের অভিজ্ঞতা নির্দেশ করে যে সাধারণ অনুমোদনভিত্তিক ও ইউনিফায়েড লাইসেন্সিং কাঠামো বাজারে প্রবেশ সহজ করে, বিনিয়োগ উৎসাহিত করে এবং নেটওয়ার্ক আপগ্রেড ত্বরান্বিত করে। একইভাবে দেশীয় ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ ও পিয়ারিং জোরদার করলে আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইথ ব্যয় ও লেটেন্সি কমে। এসব অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের জন্য প্রাসঙ্গিক।

০৪ সংক্ষিপ্ত থিওরি অব চেঞ্জসহ প্রস্তাবনার বিবরণ

যদি স্বল্পমেয়াদে নীতিগত গাইডলাইন, পাইলটিং ও প্রক্রিয়াগত সরলীকরণ শুরু করা যায়, তবে অংশীজনের আস্থা বাড়বে এবং দীর্ঘমেয়াদি কাঠামোগত সংস্কারের ভিত্তি তৈরি হবে। এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হলো কম খরচে দ্রুত ফলাফল অর্জন এবং ভবিষ্যৎ সংস্কারের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতি নিশ্চিত করা।

০৫ অংশীজন বিশ্লেষণ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

এই উদ্যোগের প্রধান অংশীজন হলো ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি), মোবাইল ও ফিক্সড অপারেটর, আইএসপি ও অবকাঠামো সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং ভোক্তাসমাজ। সম্ভাব্য ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে নীতিগত অনিশ্চয়তা, অপারেটরদের

উদ্ব্গ এবং আইনি ব্যাখ্যাগত প্রশ্ন। এসব ঝুঁকি মোকাবিলায় স্বচ্ছ পরামর্শ প্রক্রিয়া, ব্যাখ্যামূলক গাইডলাইন এবং স্বেচ্ছামূলক পাইলটিং গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

০৬ বাস্তবায়ন কৌশল ও ধাপভিত্তিক রোডম্যাপ (৩ মাস)

প্রথম মাসে আন্তঃদপ্তর সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হবে এবং রেফারেন্স নেটওয়ার্ক টপোলজি ও কনভার্জড লাইসেন্সিং কাঠামোর খসড়া নীতিগত নোট প্রস্তুত করা হবে। দ্বিতীয় মাসে নির্বাচিত অপারেটরদের অংশগ্রহণে দেশীয় পিয়ারিং, আইপিভি-৬ প্রস্তুতি এবং ই-লাইসেন্সিং প্রক্রিয়ার সীমিত পাইলট চালু করা হবে। তৃতীয় মাসে পাইলট কার্যক্রমের ফলাফল মূল্যায়ন করে প্রয়োজনীয় সংশোধন এবং স্কেল-আপ সংক্রান্ত সুপারিশ প্রণয়ন করা হবে।

০৭ পাইলটিং ডিজাইন

পাইলটিং কার্যক্রম একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক ক্লাস্টার বা নির্বাচিত নেটওয়ার্ক নোডকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হবে, যেখানে দেশীয় পিয়ারিং, কোয়ালিটি অব সার্ভিস ডেটা সংগ্রহ এবং অনলাইন কমপ্লায়েন্স রিপোর্টিং পরীক্ষা করা হবে। এর মাধ্যমে বাস্তবসম্মত চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা চিহ্নিত করা যাবে।

০৮ সম্পদ সংস্থান পরিকল্পনা

এই স্বল্পমেয়াদি উদ্যোগ বাস্তবায়নে বিদ্যমান মানবসম্পদ, বিটিআরসি'র কারিগরি সক্ষমতা এবং চলমান আইসিটি অবকাঠামো ব্যবহার করা হবে। অতিরিক্ত বড় বাজেট বা নতুন কাঠামো সৃষ্টির প্রয়োজন হবে না, ফলে দ্রুত বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

০৯ কর্মসম্পাদন সূচক (KPI)

পাইলটে অংশগ্রহণকারী অপারেটরের সংখ্যা, দেশীয় পিয়ারিং ট্রাফিকের প্রবণতা, অনলাইন প্রক্রিয়ায় আবেদন নিষ্পত্তির গড় সময় এবং অংশীজনের সন্তুষ্টি সূচকের মাধ্যমে অগ্রগতি মূল্যায়ন করা হবে।

১০ টেকসইকরণ কৌশল

পাইলট কার্যক্রম থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা ভবিষ্যৎ নীতিমালা ও গাইডলাইনে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। নিয়মিত মনিটরিং, অংশীজনের সাথে ধারাবাহিক পরামর্শ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এই উদ্যোগকে দীর্ঘমেয়াদে টেকসই করা হবে।

১১ উপসংহার

এই পরিবর্তন-উদ্ভাবন-সংস্কার পরিকল্পনার আওতায় প্রস্তাবিত স্বল্পমেয়াদি উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ খাতে নীতিগত প্রস্তুতি, অংশীজনের আস্থা এবং ভবিষ্যৎ কাঠামোগত সংস্কারের ভিত্তি সুদৃঢ় হবে।



দুর্নীতি দমন আইনের সংশোধনী (বেসরকারিখাত অন্তর্ভুক্তকরণসহ) এবং জাতীয় দুর্নীতিবিরোধী কৌশলের খসড়া প্রণয়ন

মোঃ হুমায়ুন কবির
অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

০১ প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ দুর্নীতিপ্রবণ দেশ। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের প্রতিবেদনে বাংলাদেশের অবস্থান সাধারণত শীর্ষ ১০টি দুর্নীতিপ্রবণ দেশগুলোর একটি হিসেবে চিহ্নিত হয়। দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক উন্নয়ন, টেকসই সমৃদ্ধি, সামাজিক প্রগতি এবং ন্যায্যবিচারসহ সার্বিক সুশাসন নিশ্চিত করতে হলে দুর্নীতি দমনকে অনতিবিলম্বে জাতীয় অগ্রাধিকার হিসেবে গণ্য করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যিক।

০২ সমস্যার প্রকৃতি

দুর্নীতির অনেকগুলো কারণ রয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো দুর্নীতি বিরোধী পর্যাপ্ত আইনকানুন না থাকা বা থাকলেও সেগুলোর কার্যকর প্রয়োগ না হওয়া। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ গুনার মিরডাল তার 'দ্য এশিয়ান ড্রামা' নামক বিখ্যাত পুস্তকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোকে 'সফট স্টেট' শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, যেখানে প্রতিষ্ঠানগুলো কার্যকর নয় এবং সমাজ আইনকানুনের কম তোয়াক্কা করে। বাংলাদেশে অতীতে দুর্নীতি দমন ব্যুরো থাকলেও তার যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল না। ২০০৪ সালে দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি দমন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক ঘাটতির অনেকখানি দূরীভূত হলেও দুর্নীতির বিরুদ্ধে রাষ্ট্র ও সরকারের নীতিগত অবস্থানে ঘাটতি রয়ে গেছে। আমাদের দেশে কোনো দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় নীতি বা কৌশল নেই। ২০১২ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণীত হলেও তা যথেষ্ট ছিল না এবং কার্যকরও হয়নি। ২০০৭ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী আনকাক দলিল স্বাক্ষর করে। এ দলিলের অনুরারে স্বাক্ষরকারী প্রতিটি দেশের একটি দুর্নীতিবিরোধী নীতি থাকতে হবে। এসডিজির সুশাসন বিষয়ক লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে হলেও দুর্নীতি প্রতিরোধ করা প্রয়োজন। সম্প্রতি গঠিত 'দুর্নীতি দমন সংস্কার কমিশন'ও তাদের প্রতিবেদনে এরকম একটি কৌশল প্রণয়নের কথা বলেছে। বাংলাদেশে দুর্নীতি বলতে কেবল সরকারি খাতের দুর্নীতি বোঝানো হয়। কিন্তু সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা মাত্র ১২ লাখ এবং সরকারি ব্যয় মোট জিডিপি'র প্রায় ১২ শতাংশ। ফলে বেসরকারি খাতকে দুর্নীতি দমন আইনের আওতার বাইরে রেখে কার্যকর দুর্নীতিদমন সম্ভব নয়। এছাড়া দুর্নীতি দমন কমিশনের(এসিসি) কর্মচারীগণের দুর্নীতির বিষয়েও বর্তমানে সুস্পষ্ট নীতিমালা বা কৌশলের অভাব রয়েছে।

০৩ আন্তর্জাতিক তুলনা ও প্রমাণভিত্তিক ব্যাখ্যা

স্বাধীনতার প্রাক্কালে সিঙ্গাপুর ও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা কাছাকাছি ছিল। কিন্তু বর্তমানে সিঙ্গাপুরের মাথাপিছু আয় বাংলাদেশের প্রায় ২৫ গুণ। এর কারণ গোড়া থেকেই সিঙ্গাপুর দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছিল। তাদের আইনে সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের দুর্নীতি বিচার্য। কিন্তু বাংলাদেশের আইনে প্রধানত সরকারিখাতের দুর্নীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এছাড়া মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে দুর্নীতি দমন কৌশল রয়েছে যা বাংলাদেশে নেই।

০৪ সংক্ষেপে থিওরি অফ চেইঞ্জ উল্লেখসহ পরিবর্তন/ উদ্ভাবন/ সংস্কার প্রস্তাবের বিবরণ

বর্তমান সংস্কার প্রস্তাবে পরিবর্তনের ক্ষেত্র তিনটি। যথা- ১. সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতকেও দুর্নীতির আওতাভুক্ত করা; ২. জাতীয় দুর্নীতিবিরোধী কৌশল প্রণয়ন করা; এবং ৩. দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মচারীগণ যেন দুর্নীতি না করে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। আইন সংশোধন বা জাতীয় কৌশল প্রণয়ন সময়সাপেক্ষ বিধায় সিরাপ উদ্যোগটিতে কেবল বিদ্যমান দুর্নীতি দমন আইনের সংশোধনীর ও জাতীয় দুর্নীতি দমন কৌশলের খসড়া প্রণয়ন করা হবে। এ তিনটি বিষয় চূড়ান্তভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে দুর্নীতি কমেবে, পরিচালন ও উন্নয়ন ব্যয় হ্রাস পাবে এবং সুশাসন ও ন্যায়বিচার বৃদ্ধি পাবে।

০৫ স্টেকহোল্ডার বিশ্লেষণ, সম্ভাব্য ঝুঁকি ও তা মোকাবিলা করার কৌশল

এসিসি, এসিসি সংস্কার কমিশন, টিআইবি, রাজনীতিবিদ, আইনজীবী, সরকারি কর্মচারী, সুশীল সমাজ, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী, বিভিন্ন ধরনের সেবাগ্রহীতা, জনসাধারণ, ইত্যাদি অংশীজনদের মতামত গ্রহণ প্রয়োজন হবে। নীতির্ধারণকগণসহ সরকারি কর্মচারীদের সহায়তা প্রাপ্তি এ প্রকল্পের জন্য একটি বড় ঝুঁকি।

০৬ বাস্তবায়ন কৌশল ও ধাপ ও সময়ভিত্তিক রোডম্যাপ

বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের দুর্নীতিবিরোধী আইন/ নীতি/কৌশল/ চর্চা পর্যালোচনা এবং অংশীজনদের মতামত সমন্বিত করে প্রাথমিক খসড়া প্রণয়ন এবং ওয়ার্কশপ ও সেমিনারের মাধ্যমে প্রাথমিক খসড়াটিকে পরিমার্জন করে চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করা হবে। সময়ভিত্তিক রোডম্যাপ নিম্নরূপ:

১-২০ মার্চ - ২০২৬ তথ্য সংগ্রহ; ২১ মার্চ - ১০ এপ্রিল- অংশীজনদের মতামত; ১১-৩০ এপ্রিল - প্রাথমিক খসড়া প্রণয়ন (জিরো ড্রাফট); ১-১৫ মে - ওয়ার্কশপ ও একটি সেমিনার আয়োজন; ১৬-২৫ মে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে মাধ্যমে প্রাথমিক খসড়ার সংশোধন/পরিমার্জন পূর্বক ড্রাফট খসড়া প্রণয়ন; ৩০ মে পিপিএমসি কোর্স ম্যানেজমেন্ট ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নিকট চূড়ান্ত খসড়া জমা প্রদান।

০৭ পাইলটিং ডিজাইন

এটি একটি নীতি সংস্কার বিধায় এর পাইলটিং প্রয়োজন হবে না।

০৮ রিসোর্স মবিলাইজেশন পরিকল্পনা

ওয়ার্কশপ এবং সেমিনারের জন্য আনুমানিক দুই থেকে তিন লক্ষ টাকা প্রয়োজন হতে পারে। ভেন্যুভেদে এই খরচের হ্রাসবৃদ্ধি হতে পারে।

০৯ কেপিআই

অংশীজনদের মতামত গৃহীত, ওয়ার্কশপ ও সেমিনার আয়োজিত, আইন ও নীতিমালার খসড়া প্রণীত এবং কোর্স ম্যানেজমেন্টের নিকট কপি প্রেরিত।

১০ টেকসইকরণ কৌশল

প্রস্তাবিত সংস্কার উদ্যোগটি নীতির খসড়া প্রণয়ন বিধায় প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তা অন্যত্র বদলি হলেও এটি সম্পাদন করা সম্ভব। এছাড়া সিরাপ পরিকল্পনাটিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ করা হবে যেন প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তা অন্যত্র বদলি হলেও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করতে পারে।

অকুপেন্সি সার্টিফিকেট (ভবন ব্যবহার সনদ) প্রদান প্রক্রিয়া সহজীকরণ ও নির্মাণ ক্রটির দায় নির্ধারণ

মো: সারোয়ার আলম
অতিরিক্ত সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

০১ প্রেক্ষাপট

অকুপেন্সি সার্টিফিকেট বা ভবন ব্যবহার সনদ (OC) হলো একটি ভবনের নিরাপদ, অনুমোদিত ও আইনসম্মত ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য অপরিহার্য দলিল। বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি সংযোগ, ফ্ল্যাট হস্তান্তর, ব্যাংক ঋণ ও নাগরিক নিরাপত্তার সঙ্গে এটি সরাসরি সম্পৃক্ত। বাংলাদেশে নগরায়ণ ও বহুতল ভবন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে OC-এর গুরুত্ব বাড়লেও এর ইস্যু প্রক্রিয়া দীর্ঘ, জটিল ও অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে। ফলে নাগরিক ভোগান্তি, বিনিয়োগ ঝুঁকি ও অননুমোদিত ভবন ব্যবহারের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

০২ সমস্যা বিবৃতি

সাধারণত নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার পর ভবন মালিকের আবেদনের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভবনটি সরেজমিন পরিদর্শন করে নির্মাণকাজ অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী হলে, অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা সঠিক হলে ভবন ব্যবহার সনদ প্রদান করা হয়। কিন্তু আবেদনকারীর জমা দেওয়া নকশা, অনুমোদনপত্র, বা অন্যান্য কাগজপত্র সম্পূর্ণ বা সঠিক না হওয়া, একাধিক সংস্কার সমন্বয়ের অভাব, জনবলের সীমাবদ্ধতা, পরিদর্শন জটিলতা ইত্যাদি কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও অনুমোদন প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হয়। অন্যদিকে অকুপেন্সি সার্টিফিকেট প্রদানের পর ভবনে কোনো ক্রটির দায়িত্ব এককভাবে কোনো পক্ষের নয়, বরং পরিস্থিতি অনুযায়ী বিভিন্ন পক্ষ যেমন- চুক্তির শর্ত এবং প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী ভবন মালিক, ডেভেলপার, নকশাকার বা সংশ্লিষ্ট পক্ষ দায়ী হতে পারে। ভবিষ্যৎ জটিলতা এড়াতে নির্মাণ চুক্তি, নকশা অনুমোদন ও রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়গুলো যথাযথভাবে চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দায়িত্ব নির্ধারণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে অকুপেন্সি সার্টিফিকেট প্রদান প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রিতা ও অনিশ্চয়তা বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতে নির্মাণজনিত ক্রটি দেখা দিলে দায় নির্ধারণের কোনো স্পষ্ট কাঠামো নেই। এর ফলে একদিকে সেবা গ্রহীতার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, অন্যদিকে কর্তৃপক্ষ বারবার অভিযোগ, মামলা ও প্রশাসনিক চাপে পড়ছে।

০৩ মূল কারণ বিশ্লেষণ

প্রধান কারণসমূহ হলো: (ক) আবেদনপত্র ও নথিপত্রের অসম্পূর্ণতা, (খ) উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ফায়ার সার্ভিস ও ইউটিলিটি সংস্থার মধ্যে সমন্বয় ঘাটতি, (গ) একক ও মানসম্মত ইন্সপেকশন চেকলিস্টের অভাব, (ঘ) ডিজিটাল ট্র্যাকিং ও সময়সীমা না থাকা এবং (ঙ) নির্মাণ ক্রটির ক্ষেত্রে ডেভেলপার, ঠিকাদার ও নকশাকারীর দায়বদ্ধতা স্পষ্টভাবে নির্ধারিত না থাকা।

০৪ আন্তর্জাতিক ও ভালো চর্চা

যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও সিঙ্গাপুরে অনলাইন আবেদন, ধাপভিত্তিক ইন্সপেকশন, লাইসেন্সপ্রাপ্ত পেশাজীবীর স্বপ্রত্যয়ন এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মাধ্যমে ৫-১৫ কর্মদিবসের মধ্যে OC ইস্যু করা হয়। এতে শেষ পর্যায়ে বড় ধরনের সংশোধনের প্রয়োজন কমে এবং ভবিষ্যৎ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রিত থাকে।

০৫ পরিবর্তন-উদ্ভাবন-সংস্কার প্রস্তাব

এই CIRAP-এ চারটি সংস্কার প্রস্তাব করা হয়েছে: (ক) ডিজিটাল OC প্ল্যাটফর্ম- অনলাইন আবেদন, ডকুমেন্ট যাচাই, ফি প্রদান ও আবেদন ট্র্যাকিং, (খ) ধাপভিত্তিক ইমপেকশন ও স্ট্যান্ডার্ড চেকলিস্ট- নির্মাণের বিভিন্ন পর্যায়ে যাচাই, (গ) নির্মাণ ক্রটির দায় নির্ধারণ কাঠামো- ডেভেলপার/ঠিকাদার/নকশাকারীর ডিক্লারেশন ও দায় ম্যাট্রিক্স এবং (ঘ) টাইমবান্ডল সার্ভিস স্ট্যান্ডার্ড- সর্বোচ্চ ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে সিদ্ধান্ত।

০৬ থিওরি অব চেঞ্জ

যদি অনলাইন আবেদন ও ট্র্যাকিং ব্যবস্থা চালু করা হয়, ধাপভিত্তিক ইমপেকশন ও পেশাজীবীর দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা যায় এবং নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়, তবে আবেদন ক্রটি ও পুনঃপরিদর্শন কমেবে, দ্রুত OC ইস্যু হবে এবং ভবিষ্যৎ নির্মাণ ক্রটির দায় নির্ধারণ সহজ হয়ে নাগরিক নিরাপত্তা ও বিনিয়োগ আস্থা বৃদ্ধি পাবে।

০৭ স্টেকহোল্ডার ও ব্লক ব্যবস্থাপনা

মূল স্টেকহোল্ডার হলো উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ফায়ার সার্ভিস, ইউটিলিটি সংস্থা, স্থপতি, প্রকৌশলী, ডেভেলপার ও ভবন মালিক। সম্ভাব্য ব্লকের মধ্যে রয়েছে পরিবর্তনে অনীহা, স্বার্থসংঘাত, সক্ষমতা ঘাটতি ও আইনি চ্যালেঞ্জ। এগুলো মোকাবিলায় ডিজিটাল অডিট ট্রেইল, প্রশিক্ষণ ও SOP প্রণয়ন প্রস্তাব করা হয়েছে।

০৮ বাস্তবায়ন কৌশল ও সময়সূচি

১২ সপ্তাহে বাস্তবায়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। প্রথম ধাপে চেকলিস্ট ও দায় কাঠামো চূড়ান্ত, দ্বিতীয় ধাপে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম কনফিগারেশন, তৃতীয় ধাপে প্রশিক্ষণ ও আন্তঃসংস্থা SOP এবং শেষ ধাপে পাইলট বাস্তবায়ন করা হবে।

০৯ পাইলটিং ও স্কেল-আপ

একটি নির্দিষ্ট জোনে সীমিত সংখ্যক আবাসিক ভবন (৫-১০ তলা), কম ব্লকপূর্ণ বাণিজ্যিক ভবনের উপর পাইলট চালু করা হবে। পাইলটের ফলাফলের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে সারা দেশে স্কেল-আপ করা হবে।

১০ রিসোর্স মোবাইলিজেশন পরিকল্পনা

বিদ্যমান জনবল পুনর্বিন্যাস, স্বল্পমেয়াদি চুক্তিভিত্তিক পরিদর্শক নিয়োগ, পেশাজীবীদের (স্থপতি/প্রকৌশলী) স্বপ্রত্যয়ন, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, বিদ্যমান ই-সেবার ব্যবহার, ধাপে ধাপে অটোমেশন, আন্তঃসংস্থাগত সমঝোতা ইত্যাদির প্রয়োজন যাতে উল্লেখযোগ্য বাজেটের প্রয়োজন হবে না। ফি পুনঃবিন্যাস করে রাজস্ব বাজেট হতে প্রয়োজনীয় ব্যয় বহন করা হবে।

১১ কেপিআই ও টেকসইকরণ

প্রধান কেপিআই হবে- গড় নিষ্পত্তি সময়: ১৫ কর্মদিবস, নির্ধারিত সময়ে সেবা প্রদান- ৯৫%, নাগরিক সন্তুষ্টি- ৯০%। “ঢাকা মহানগর ইমারত বিধিমালা, ২০২৫” অনুসরণ, ডিজিটাল রেকর্ড সংরক্ষণ ও পারফরম্যান্সভিত্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে সংস্কারটি টেকসই করা হবে।



Diary for Reflective Learning

Learning Thermometer
Pre-Test & Post-Test



Field Visit Image in
Experiential Learning Case Studies



Competency
Leader

29th PPMC Innovations



Knowledge Co-Creation
Quick Win Pilot Project (CIRAP)



Knowledge Chair
Best Knowledge Codifiers



Knowledge Champion



Policy Suggestions for Government

